দৈনিক সংবাদ

তারিখ 29 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

স্থগিত হয়ে যায়। ফলে ছাত্রছাত্রী ও অভিবাবকগণ বিক্ষুব্ধ হন।

২। এ সিদ্ধান্তের কারণে শীতকালীন ছুটি বাতিল হওয়ায় দূর-দূরান্তে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবন ব্যাহত হয়।

৩। রমজানের ছুটিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করার সুবিধার্থে অফিস খোলা রাখার নির্দেশ দেয়ায় অধিকাংশ প্রধান শিক্ষক, সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে রমজান মাসে হাজিরা দিতে বাধ্য করার জন্যে পাঁয়তারা করছেন এতেও অস্থানীয় শিক্ষাকে শিক্ষিকাদের ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবন ব্যাহত হবে। অথচ প্রতি বছরই রমজান মাসে অফিস খোলা থাকে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ ছুটি ভোগ করেন।

৪। নতুন পাঠ্যপুস্তক বের না হওয়া, অর্থের অভাবে নতুন পাঠ্যপুস্তক কিনতে না পারা, কৃষি কাজে অংশগ্রহণ এবং শীতের প্রকোপ প্রভৃতি করণে ছাত্রছাত্রীদের জানুয়ারি মাসে বিদ্যালয়ে আসার প্রবণতা হ্রাস পায়। এ বছর পবিত্র রমজান শুরু হওয়ায় ছাত্রছাত্রিগণ বিদ্যালয়ে একেবারেই আসতে চাইবে না।

এমতাবস্থায় রমজানের ছুটি বহাল রাখার জন্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রণব কুমার দেব
সহকারী শিক্ষক
রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
রাঙামাটি পার্বত্য জেলা।

মাননীয় প্রধামন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী সমীপে

বন্যায় ব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে বিদ্যালয় প্রশাসনে বিশৃংখলা এবং শিক্ষক শিক্ষিকা-ছাত্রছাত্রী অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। নিচে কারণ উল্লেখ করা হলো ঃ

১। যেসব এলাকা বন্যাকবলিত হয়নি, সেসব এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পূর্ণ সিলেবাস শেষ করে বার্ষিক পরীক্ষার সময়সূচি দেয়ার পর তা বাতিল করতে হয়। এমনকি কোন কোন বিদ্যালয়ে ২/১টি পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সার্কুলার পৌছানোর কারণে অবশিষ্ট পরীক্ষা